দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

ড. এম এম আকাশ

# শিক্ষা বাজেট: গতিপ্রবণতা

বাজেটের গতিপ্রবণতার দু'রকম বিশ্লেষণ সম্ভব। একটি স্বল্পমেয়াদী বা সাম্প্রতিক বছরগুলোর গতিপ্রবণতা। আরেকটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, যেহেতু সব সময়ই বাজেটের আর্থিক আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে সেহেতু টাকার অঙ্কে শিক্ষা বাজেট প্রতিবছরই কিছু না কিছু বাড়ছে। কিন্তু এ থেকে যদি আমরা বলি শিক্ষা বাজেট ক্রমবর্ধমান তাহলে তা অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে গ্রহণ যোগ্য হবে না। তারা এখানে দুটি পরিপূরক তথ্য জানতে চাইবেন। প্রথমত এই মোট বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির হার মুদ্রাস্ফীতির হারের তুলনায় কম না বেশি। যদি শিক্ষা বাজেটের টাকায় বৃদ্ধির পরিমিত অঙ্কটি মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে কম হয় তাহলে এখানে 'শুভংকরের ফাঁকি' থেকেই গেল। অর্থাৎ নামিক মূল্যে শিক্ষা বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত মূল্যে তা সত্য রইল না। অর্থনীতিবিদরা আরো জানতে চাইবেন 'আপেক্ষিক গুরুত্বের' মাত্রার বিষয়টা। অর্থাৎ তারা জানতে চাইতে পারেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় শিক্ষা বাজেট কি বেড়েছে? তা যদি না হয় তাহলে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ নাও বাড়তে পারে। আবার আমরা দেখতে চাইতে পারি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিক্ষা বাজেটের আপেক্ষিক অনুপাতটি কি বেড়েছে অথবা মোট বাজেটে শিক্ষা বাজেটের আপেক্ষিক গুরুত্বটি কি বেড়েছে অথবা বাজেটে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের যে চিত্র রয়েছে সেখানে শিক্ষা বাজেট ব্যয়ের অবস্থান কত নম্বরে অর্থাৎ সেটিই কি সর্বোচ্চ ব্যয়ের খাত নাকি তার ক্রমঅবস্থান দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে। আমাদের কৌতূহল থাকতে পারে প্রথম অবস্থান দখলকারী খাতটি কোনটি। এসব থেকেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো আমাদের শিক্ষা বাজেটের গতিপ্রবণতাটি কি রকম।

সৌভাগ্যবশত এসব তথ্য এখন বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ ইতোমধ্যেই আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। তবে নিকট অতীতের প্রবণতার চিত্রটি আমি তুলে ধরবো স্বয়ং অর্থমন্ত্রীর গত বছরের বাজেট বক্তৃতার ভিত্তিতে। এটিও আমাদেরকে এক ধরনের চক্ষু উন্মীলন তথ্য উপহার দেয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রদত্ত 'সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথ রচনা' শীর্ষক বাজেট বক্তৃতা ২০১৫-১৬ (প্রকাশিত হয়েছে ৪ঠা জুন, ২০১৫ তারিখে)-র পৃষ্ঠা ১১তে ২০১৫ পর্যন্ত শিক্ষা খাতে সরকারের অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল।

সেখানে তিনি যে ৫টি সাফল্যের কথা বলেছিলেন সেগুলো হচ্ছে—: ১। শিক্ষার নতুন অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। ২। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ। ৩। শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ। ৪। প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ। ৫। সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ ও মেধাবীদের চিহ্নিতকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন। ৬। উচ্চ শিক্ষার প্রসারে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (২টি) এবং বিশ্ববিদ্যালয় (৯টি) স্থাপন।

উপরোক্ত বর্ণনা সাধারণভাবে সত্য হলেও এগুলোর কিছু বিশেষ সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ না করলে আমরা 'অর্ধসত্য' বলার অপরাধে অপরাধী হবো। একথা ঠিক পরিস্থিতি বর্ণনার সময় সর্বদা আমাদের দুটি দিকের কথাই মনে রাখা উচিত। সেটিই হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সার কথা। তাই Half glass Full বললে অবশ্যই এটাও বলতে হবে যে Half glass Empty. প্রথমত তাই বলা উচিত যে 'অবকাঠামো' শিক্ষার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষার প্রাণ হচ্ছে তার ছাত্ররা এবং শিক্ষকরা। প্রাথমিক স্তরে সরকার প্রচুর অবকাঠামো নির্মাণ করে শিক্ষার প্রায় শতভাগ ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করেছেন ঠিকই কিন্তু সেখানে ভর্তির পর শিক্ষার মান কম রয়ে গেছে। উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব প্রকট। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'অবকাঠামো আছে কিন্তু শিক্ষক নেই' এই ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অর্থপ্রতিমন্ত্রী নিজেই সাম্প্রতিক এক সভায় নিজ এলাকা সুনামগঞ্জের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে 'শিক্ষকের অভাবের' এবং তাদের জন্য প্রদেয় বেতনের অভাবের কথাটি তুলে ধরেছেন। শিক্ষকদের আর্থিক প্রণোদোনা ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব দুই কারণেই এ রকমটি ঘটতে পারে। যে কারণেই ঘটুক না কেন, এক্ষেত্রে মনোযোগ না দিয়ে এই সীমাবদ্ধতা দূর করা যাবে না। ভালো ডাক্তার ও ভালো শিক্ষকরা যাতে গ্রামে থাকেন তার জন্য অনুকূল ব্যবস্থা সরকারকেই গড়ে তুলতে হবে। এ বছরের বাজেট প্রস্তাবে এ ক্ষেত্রে সরকার শিক্ষকদের জন্য কি ধরনের আর্থিক প্রণোদোনা এবং পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে প্রশাসনিক খবরদারির কি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়া অভিগম্যতার (Access) সমস্যাটি নেই।

প্রাথমিক খাতের বাইরে মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় খাতে সমস্যাগুলো অপেক্ষাকৃত আরো প্রকট। এখানে শিক্ষার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ এখনো অনেক কম। ফলে এখানে শিক্ষা সেবার বাজার দাম বেড়ে গেছে। বিশেষ করে এই সুযোগটিই বর্তমানে গ্রহণ করছেন 'প্রাইভেট এন্ট্রাপ্রেনাররা'। তাদের কেউ কেউ সরকারি অনুমোদন নিয়েই নিয়ন্ত্রণহীন শিক্ষা ব্যবসা চালু করেছেন। বেশি বেতন ছাড়াও এসব জায়গায় অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য, নরম সার্টিফিকেট (Soft Certificate) বিক্রি, ভারসাম্যহীন পাঠক্রম, শিক্ষক নিয়োগে স্বজনতোষণ বা/এবং ঘুষ গ্রহণ ইত্যাদি সমস্যা কম বেশি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রদানকে বাজারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত না করলে অসম্ভব। তবে নিছক জাতীয়তকরণ বা সরকারিকরণও সমাধান নয়। জাতীয়করণ ও সুশাসন যুগপৎ নিশ্চিত করে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। জাতীয়করণের অপরিহার্যতার পক্ষে প্রধান যুক্তি হচ্ছে আমাদের 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি অঙ্গীকার'। আমাদের বর্তমান সরকার যদি 'সমাজতন্ত্র' পরিত্যাগ করেও থাকেন, অন্তত তাদের ঘোষণায় রয়েছে 'সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা' এবং বর্তমান সরকার প্রধানের ঘোষণা ও অর্থমন্ত্রী রচিত আওয়ামী লীগের 'রূপকল্প-২০২১' এ বলা হয়েছে ধাপে ধাপে বি.এ. ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য সরকারি ব্যয়ে নিশ্চিত করা হবে। এই রূপকল্প যদি ঠিক থাকে তাহলে এ লক্ষ্যে সরকারি শিক্ষাকে সর্বস্তরে ক্রমশ মূলধারায় আমাদের পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। এই সাধারণ মূলনীতির কথাটি প্রথমেই বলে নিচ্ছি এ জন্য যে এটি কার্যকরী করতে হলে সরকারকে শিক্ষা বাজেট প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে হবে এবং বহুদিন পর্যন্ত তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ক্রমাগতই তা বাড়িয়ে চলতে হবে। এটি একটি মৌলিক মতাদর্শের বিষয়। এটি পরিত্যক্ত হলে আমাদের দেশের সমাজ শিক্ষা বাজারে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং শিক্ষা সমাজে বিদ্যমান শ্রেণি বৈষম্যকে শুধু প্রতিফলিত করবে না, তাকে ত্বরান্বিতও করবে।

এক্ষেত্রে এ কথাও সত্য যে সরকারি পদ্ধতিতে একক কেন্দ্রীভূত কায়দায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। সরকারকে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকেন্দ্রীভূত সুশাসন নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা উপায় খুঁজে বার করতে হবে এবং টাকার অভাবে কোথাও দরিদ্ররা যাতে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় তার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষকরা এখন যে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তা থেকে তাদেরকে দ্রুত মুক্তি দেওয়াটা সরকারের এ বছরের অন্যতম একটি কর্তব্য হতে পারে।

সম্প্রতি সি.পি.ডি- ক্যাম্পের পরিচালিত গবেষণাতে আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তা এখানে তুলে ধরছি। সি.পি.ডি তার গবেষণাপত্র "Budget For Education in Bangladesh: An Analysis of Trends, Gaps and Priorities" এ জানাচ্ছে যে বাংলাদেশে জি.ডি.পির শতাংশ বা সমগ্র বাজেটের শতাংশ এই দুই মানদণ্ডেই শিক্ষা বাজেটের আপেক্ষিক অনুপাতটি ক্রমহ্রাসমান। তাদের হিসাব অনুসারে জি.ডি.পির অনুপাত হিসাবে ২০০২ সালে শিক্ষা বাজেট ব্যয়ের অনুপাতটি ছিল মাত্র ২ শতাংশ, ২০০৫ এ তা নেমে আসে ১.৮ শতাংশে, ২০০৮ এ তা আবার বেড়ে দাঁড়ায় ২ শতাংশ, ২০১০ এ নেমে হয় ১.৮ শতাংশ, ২০১১ তে আবার ২ শতাংশ, ২০১৪ তে নেমে হয় ১.৯ শতাংশ, ২০১৫ তে এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ ২.২ শতাংশ অর্জিত হয়, কিন্তু আবার চলতি অর্থবছর ২০১৩ তে তা ২ শতাংশে নেমে গেছে। সি.পি.ডি.র ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ হচ্ছে যে আর্থিক বছর ২০১৭ এবং ২০১৮ তে তা নেমে যাবে এবং ১.৯ শতাংশ উপনীত হবে। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান না হলেও এ ক্ষেত্রে অনুপাতটি ২ শতাংশের আশেপাশে স্থবির হয়ে রয়েছে। একটি গতিশীল অর্থনীতির জন্য এই নিম্নমানের স্থবিরতা (Low Level Equilibrium) কাম্য নয়।

আর আপনি যদি সি.পি.ডি. প্রদত্ত মোট বাজেটে শিক্ষা ব্যয়ের আপেক্ষিক দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার হিসাবটির দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে ২০০২ অর্থবছরে তা ছিল ১৪.২ শতাংশ, তারপর সামান্য কমে ২০০৪ থেকে তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং ২০০৭ সালে সর্বোচ্চ ১৫.৯ শতাংশে উপনীত হয়। তারপরের থেকে এই সূচকটির ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় Secular Nose Drive অর্থাৎ 'ক্রমাগত নাক বরাবর নিম্নগমন', সেটাই হয়েছে। ১৫.৯ শতাংশ থেকে (কম বেশি ক্রমাগত) নেমে ২০১৬ সালে এটি হয়েছে ১১.৬ শতাংশ। আর সি.পি.ডি. র ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ হচ্ছে অর্থবছর ২০১৭ এবং ২০১৮ তে তা নেমে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১০.৩ এবং ৯.৬ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষা ব্যয় নিয়ে আমাদের আত্মসন্তুষ্ট থাকার কোনো সুযোগ নেই বরং আমাদের এখন রীতিমত উদ্বিগ্ন হওয়ার সময় এসে গেছে।

সি.পি.ডি-এর গবেষণাপত্রটিতে আরো দেখানো হয়েছে যে যে সব মধ্য আয়ের বা এমনকি উন্নয়নশীল দেশ পৃথিবীতে রয়েছে তারা আমাদের চেয়ে শিক্ষা ব্যয়ের অনুপাতের ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছেন। ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ড পৃথিবীতে শিক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছেন। তাদের শিক্ষা ব্যয় হচ্ছে যথাক্রমে জিডিপি-র ৮.৫ শতাংশ এবং ৭.২ শতাংশ। শিক্ষা ব্যয়ের দিক থেকে পৃথিবীতে মাঝামাঝি অবস্থানে যারা আছেন তাদের মধ্যে ভুটান ৫.৬ শতাংশ, কলাম্বিয়া ৪.৯ শতাংশ এবং নেপাল ৪.১ শতাংশ । উল্লেখ্য যে এই সূচক অনুযায়ী বিশ্বের ১৬১ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের Rank বা অবস্থান হচ্ছে অনেক নিচে। সূচকমান ১.৯ শতাংশ বা ২ শতাংশ ধরে বাংলাদেশের Rank দাঁড়িয়েছে ১৬১টি দেশের মধ্যে ১৫৫ তম ধাপে। এটা নিশ্চয়ই যথেষ্ট লজ্জাজনক এবং উদ্বেগজনক। আশা করি অর্থমন্ত্রী আগামী বাজেটে এ লজ্জা থেকে আমাদের কিছুটা মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করবেন।

শিক্ষা ব্যয়ের দিক থেকে পৃথিবীতে মাঝামাঝি অবস্থানে যারা আছেন তাদের মধ্যে ভুটান ৫.৬ শতাংশ, কলাম্বিয়া ৪.৯ শতাংশ এবং নেপাল ৪.১ শতাংশ । উল্লেখ্য যে এই সূচক অনুযায়ী বিশ্বের ১৬১ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের Rank বা অবস্থান হচ্ছে অনেক নিচে। সূচকমান ১.৯ শতাংশ বা ২ শতাংশ ধরে বাংলাদেশের Rank দাঁড়িয়েছে ১৬১টি দেশের মধ্যে ১৫৫ তম ধাপে। এটা নিশ্চয়ই যথেষ্ট লজ্জাজনক এবং উদ্বেগজনক। আশা করি অর্থমন্ত্রী আগামী বাজেটে এ লজ্জা থেকে আমাদের কিছুটা মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করবেন।

লেখক : অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
akash92@hatmail.com